মেহেরপুরে প্রতিবন্ধী কিশোরীকে ধর্ষণের দায়ে একজনের যাবজ্জীবন জেল

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার কামারখালী গ্রামে এক প্রতিবন্ধী কিশোরীকে ধর্ষণের অভিযোগে গোলাম রসুল নামের এক বৃদ্ধকে যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদণ্ড দিয়েছেন আদালত।

আজ বুধবার (৯ অক্টোবর) দুপুরে মেহেরপুরের নারী ও শিশু নির্যাতন ট্রাইব্যুনালের বিচারক মো: তৌহিদুল ইসলাম এ আদেশ দেন। একই সঙ্গে ১০ লাখ জরিমানা অনাদায়ে আরও এক বছরের সশ্রম কারাদণ্ডাদেশ দেওয়া হয়েছে। দণ্ডপ্রাপ্ত গোলাম রসুল গাংনী উপজেলার কামারখালী গ্রামের মৃত দুর্লভ মন্ডলের ছেলে।

আদালত আদেশে বলেছেন, নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন, ২০০০ এর ১৫ ধারার বিধান অনুযায়ী মো: গোলাম রসুলের অর্থদন্ড ক্ষতিপূরণ হিসেবে গণ্য হবে। ক্ষতিপূরণের টাকা আসামির বর্তমান সম্পদ হতে আদায় করা সম্ভব না হলে তিনি ভবিষ্যতে যে সম্পদের মালিক বা অধিকারী হবেন সে সম্পদ হতে আদায়যোগ্য হবে। এবং এ ক্ষেত্রে উক্ত সম্পদের উপর অন্যান্য দাবী অপেক্ষা ক্ষতিপূরণের দাবী প্রাধান্য পাবে। একই আইনের ১৬ ধারার বিধান অনুযায়ী মেহেরপুর কালেক্টরকে আসামির স্থাবর বা অস্থাবর বা উভয় প্রকার সম্পদ নিলামে বিক্রয় করে বিক্রয়লব্ধ অর্থ এই ট্রাইব্যুনালে জমা দেওয়ার নির্দেশ প্রদান করা হলো। ক্ষতিপূরণের উক্ত অর্থ এই ট্রাইব্যুনালে জমা হওয়া সাপেক্ষ্যে তা ভিকটিমকে প্রদান করা হবে।

আদালত আদেশে আরও বলেন, ভিকটিমের গর্ভজাত পুত্র সন্তান আসামি গোলাম রসুল বা মায়ের কিংবা উভয়ের পরিচয়ে পরিচিত হবেন। পুত্র সন্তানের ২১ বছর পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত তার ভরণপোষণের ব্যয় রাষ্ট্র বহন করবে। তার ভরণপোষণের জন্য প্রদেয় অর্থ সরকার আসামীর নিকট হতে আদায় করতে পারবে এবং তার বিদ্যমান সম্পদ হতে উক্ত অর্থ আদায় করা সম্ভব না হলে ভবিষ্যতে তিনি যে সম্পদের মালিক হবেন সে সম্পদ হতে তা আদায়যোগ্য হবে। মেহেরপুর জেলা ম্যাজিস্ট্রেটকে গর্ভজাত পুত্র সন্তানের ভরণপোষণের জন্য প্রদেয় অর্থের পরিমান নির্ধারন করবেন এবং তা বাস্তবায়নের পদক্ষেপ গ্রহণ করার নির্দেশ

দিয়েছেন।

মামলার বিবরণে জানা গেছে, প্রতিবন্ধী ওই কিশোরী তার মায়ের সাথে কামারখালী গ্রামে বাস করতেন। প্রতিবেশী গোলাম রসুল কিশোরীকে তার জমিতে কচু, মরিচ ও ঘাস উঠানোর জন্য মাঝে মাঝে ডেকে নিয়ে যান। ঘটনার দিন ২০১৫ সালের ২ অক্টোবর সকাল ৭টার সময় কচু ও মরিচের ক্ষেতে ডেকে নিয়ে যান। মাসখানেক পরে প্রতিবন্ধী ওই নারী খাবারের প্রতি অনিহা প্রকাশ করেন, তার মাসিক বন্ধ হয়ে যায় এবং মাঝে মাঝে বমি করতে থাকেন। এবিষয়ে তার মায়ের সন্দেহ হলে তিনি তার মেয়েকে জিজ্ঞাসাবাদ করেন। প্রতিবন্ধী ওই নারী ইশারা ও আকার-ইঙ্গিতের মাধ্যমে আসামি মোঃ গোলাম রসুলের বাড়ীতে নিয়ে গিয়ে আসামিকে দেখিয়ে দেন এবং কোথায় ও কীভাবে আসামি তার সাথে শারিরীক সম্পর্ক করেছে তা ইশারা-ইঙ্গিতে প্রকাশ করেন। তখন তার মা আসামি মোঃ গোলাম রসুলের ভাই জহুরুল ও তার স্ত্রী ডালিয়াকে ঘটনার বিষয়ে বলেন। তারা একসাথে প্রতিবন্ধীকে স্থানীয় বাওট স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্রে নিয়ে গিয়ে প্রস্রাব পরীক্ষা করান এবং জানতে পারেন যে, সে প্রায় ০৪ মাসের অন্তসত্ত্বা।

বাদী অভিযোগ করেন তার প্রতিবন্ধীকে মেয়েকে তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে জোরপূর্বক ধর্ষণ করার কারণে সে গর্ভবতী হয়ে পড়েছে। ওই ঘটনা ধামাচাপা দেওয়ার জন্য আসামি মোঃ গোলাম রসুলের ভাই জহুরুল ও তার স্ত্রী ডালিয়া টাকার লোভ দেখিয়ে গর্ভের সন্তান নষ্ট করার জন্য বলেন। বাদি গরিব হওয়ায় আসামি মিমাংসার কর্ণপাত করেন না। মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা তদন্ত শেষে মোঃ গোলাম রসুলকে অভিযুক্ত করে আদালতে অভিযোগপত্র দাখিল করেন। আদালত মামলার নথি ও সাক্ষীদের সাক্ষ্য পর্যালোচনা করে উক্ত আদেশ দেন।

মামলায় রাষ্ট পক্ষে আসাদুল হক এবং আসামীর পক্ষে মিয়াজান আলী আইনজীবীর দায়িত্ব পালন করেন।

গাংনীতে দুটি দোকানে ভোক্তার

অভিযান, ২২ হাজার টাকা জরিমানা আদায়

উচ্চ মুল্যে ডিম বিক্রি ও ভাউচার না দেওয়ায় ডিম ব্যবসায়ী ও অস্বাস্থ্যকর, নোংরা পরিবেশে খাদ্যপণ্য তৈরি, বাসি গ্রিল ও খাবার অস্বাস্থ্যকরভাবে সংরক্ষণ করে বিক্রির অপরাধে দুটি দোকানে ২২ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়েছে।

আজ মঙ্গলবার (৮ অক্টোবর) দুপুরে জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের মেহেরপুর জেলা কার্যালয়ের সহকারি পরিচালক সজল আহমেদ গাংনী উপজেলা শহরে এই অভিযান পরিচালনা করেন।

তিনি জানান, উচ্চ মুল্যে ডিম বিক্রি ও গ্রাহককে ভাউচার না দেওয়ার অপরাধে মালিককে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন ২০০৯ এর ৪৫ ধারায় ২ হাজার টাকা এবং পুর্বে সতর্ক করার পরেও নোংরা পরিবেশে খাদ্যপণ্য তৈরি, বাসি গ্রিল অন্যান্য খাবার অস্বাস্থ্যকরভাবে সংরক্ষণ করে পুনরায় বিক্রি করা, কর্মচারিদের স্বাস্থ্যবিধি না মানা, জনস্বাস্থ্যের জন্য হুমকি বিভিন্ন রকম ছাপা ও লেখা কাগজের ঠোংগা ব্যবহারসহ বিভিন্ন অপরাধ মেসার্স গাংনী সুইটস এন্ড বিরিয়ানি হাউজের মালিককে একই আইনের ৪৩ ধারায় ২০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়। এসময় হোটেলে রাখা প্রচুর পরিমাণ অস্বাস্থ্যকর ও বাসি খাবার জনসম্মুখে নষ্ট করা হয়।

অভিযানে সহযোগিতা করেন জেলা নিরাপদ খাদ্য কর্মকর্তা মো: রিয়াজ মাহমুদ, গাংনী উপজেলা স্যানিটারি ইন্সপেক্টর মশিউর রহমান এবং মেহেরপুর জেলা পুলিশের একটি টিম।

পরে উপজেলা শহরের বিভিন্ন ডিম, মাংশ, মাছ, সবজি হোটেল ও মুদি দোকানসহ নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের প্রতিষ্ঠানে তদারকি করা হয়।

আইন মেনে সকলকে ব্যবসা পরিচালনা, মুল্যতালিকা প্রদর্শন ও কেনা- বেচার ভাউচার সংরক্ষণ করা এবং অতিরিক্ত দাম নেয়া থেকে বিরত থাকার জন্য সতর্ক করা হয়।

এ সময় ব্যবসায়ী ও জনসাধারণের মধ্যে সচেতনতামূলক লিফলেট বিতরণ করা হয়।

মেহেরপুর-কুষ্টিয়া সড়কে ঘন্টাব্যাপি গণডাকাতি, ছুরিকাঘাতে চালক গুরুতর আহত

মেহেরপুর-কুষ্টিয়া আঞ্চলিক মহাসড়কের গাংনী উপজেলার আকুবপুর নামক স্থানে গণডাকাতির ঘটনা ঘটেছে। এসময় ডাকাতদের ছুরিকাঘাতে একজন চালক গুরুতর আহত হয়েছেন। মারপিট করা হয়েছে চালকের সহকারিকেও।

আজ শুক্রবার (৪ অক্টোবর) রাত ৩ টার দিকে গাংনী উপজেলার আকুবপুর নামক স্থানে ঘন্টাব্যাপি এই গণডাকাতির ঘটনা ঘটেছে।

ডাকাতরা গাড়ির গতিরোধ করে একটি দুরপাল্লার নৈশকোচসহ, এ্যাম্বুলেন্স, মাইক্রোবাস, আলগামন, নছিমনসহ অন্তত ৬/৭ টি ছোট বড় যানবাহন থেকে ডাকাতি করে নিয়ে যায়।

শ্যামলী পরিবহনের যাত্রী মেহেরপুর শহরের আব্দুল আলীম ও নছিমন চালক সরাফত আলী বলেন, ২০/২৫ জনের একটি সশস্ত্র ডাকাত দল রাস্তায় বেরিকেড দিয়ে কয়েকটি আলগামন ও মাইক্রোবাস আটকিয়ে ডাকাতি শুরু করে। পরে শ্যামলী পরিবহনের বাসসহ অন্যান্য যানবাহনগুলি আটকিয়ে ডাকাতি শুরু করে। শ্যামলী পরিবহনের ভিতরে ডাকাতদের প্রবেশে বাধা দিলে তারা জোর করে উঠে প্রথমে চালকের মুখের উপর ছুরিকাঘাত করে। চালক মুস্তাফিজুর রহমান স্বপন মারাত্বক আহত হন। পরে চালকের সহকারি বাচাতে এলে তাকেও বেদম প্রহার করে ডাকাতরা। এসময় পরিবহণের যাত্রীসহ অন্যান্য যানবাহনের লোকজনকে অস্ত্রের মুখে জিম্মি করে ডাকাতি শুরু করে। অন্তত ৩০/৪০ জনের কাছ থেকে কয়েক লক্ষ টাকা, মোবাইল ফোনসহ অন্যান্য জিনিসপত্র লুট করে নিয়ে যায়। পরে শ্যামলী পরিবহনের চালক মোস্তাফিজুর রহমান স্বপনকে উদ্ধার করে প্রথমে গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করা হয়। পরে তার অবস্থার অবনতি হলে কর্তব্যরত চিকিৎসক মেহেরপুর ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতালে রেফার্ড করেন। সেখান থেকে কুষ্টিয়া মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে রেফার্ড করা হয়েছে।

চালক স্বপনের ভাই হাফিজুল ইসলাম বলেন, স্বপনের মুখ ও নাক বরাবর

ছুরিকাঘাত করা হয়েছে। তার শারীরিক অবস্থা খারাপ। কুষ্টিয়া মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছে।

গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) তাজুল ইসলাম এঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে জানান, ঘটনার পরপরই পুলিশের একটি টিম ঘটনাস্থলে পৌছায়। আসামিদের আটক করতে পুলিশ ইতোমধ্যে কাজ শুরু করেছেন।

চার ব্যবসায়ীকে ২০ লাখ টাকা জরিমানা, বিভিন্ন মেয়াদে সাজা

মেহেরপুরে ভেজাল গুড় বিক্রির অভিযোগে চার গুড় ব্যবসায়ীকে বিভিন্ন মেয়াদে সাজা ও জরিমানা করেছে বিশুদ্ধ খাদ্য আদালত।

আজ বুধবার (২ অক্টোবর) বিকালের দিকে মেহেরপুর সিনিয়র জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট ও বিশুদ্ধ খাদ্য আদালতের বিচারক বেগম শারমিন নাহার এই রায় দেন।

এরা হলেন, গাংনী উপজেলার বামন্দী বাজার এলাকার আবু বক্করের ছেলে ও মের্সাস ভাই ভাই এন্টারপ্রাইজের স্বত্বাধিকার হাবিবুর রহমান, আলিমুদ্দিনের ছেলে আবু বক্কর, গাংনী উপজেলার রামনগর গ্রামের আবু মণ্ডলের ছেলে দুলাল হোসেন ও কুষ্টিয়ার দৌলতপুর উপজেলা দৌলতখালী গ্রামের হেরেজ মন্ডলের ছেলে জিয়াউর রহমান জিয়া।

আদালত সূত্রে জানা গেছে, চলতি বছরের ১৮ জানুয়ারি গোপন সংবাদের ভিত্তিতে মেহেরপুর সদর উপজেলা স্যানেটারি ইন্সপেক্টর তারিকুল ইসলামের নেতৃত্বে মেহেরপুর শহরের ওয়াবদা সড়কে ও শহরের স্টেডিয়ামপাড়া এলাকার গুড়ের আড়তে পৃথক অভিযান চালিয়ে উৎপাদনের তারিখ ও মেয়াদবিহীন ৪০ টিন গুড জব্দ করেন। পরে এ ঘটনায় ওই সময়ে বিশুদ্ধ খাদ্য আইনে একটি মামলা দায়ের করা হয়, এবং জব্দকৃত গুড় রাসায়নিক পরীক্ষার জন্য ঢাকায় পাঠানো হয়।ঢাকাতে পরীক্ষা নিরীক্ষা পর ওই গুড়ে ভেজাল প্রমাণিত হয়েছে।

এঘটনায় বিজ্ঞ আদালত বিশুদ্ধ খাদ্য আইন ২০১৩ এর ৩/৪ এর ২৬ ধারায় দোষ স্বীকার করায় গুড় ব্যবসায়ী আবু বক্করকে ১ বছর কারাদণ্ড এবং ৩ লক্ষ টাকা জরিমানা, অনাদায় আরো ১ বছরের কারাদণ্ড ও একই আইনের ৪১ ধারায় ১ লক্ষ টাকা জরিমানা, অনাদায়ে আরও ৬ মাসের জেল, হাবিবুর রহমানকে ২/২৪ এর ২৬ ধারায় ১ বছরের জেল, ৩ লক্ষ টাকা জরিমানা, অনাদায় আরো ১ বছরের জেল ও ৪১ ধারায় ১ লক্ষ টাকা জরিমানা, অনাদায় আরো ৬ মাসের জেল, আবু বক্করকে ৩ লক্ষ টাকা জরিমান, অনাদায়ে ১ বছরের জেল ও ৪১ ধারায় ১ লক্ষ টাকা জরিমানা, অনাদাযে আরো ৬ মাসের জেল এবং দুলালকে ৩ লক্ষ টাকা জরিমানা, অনাদায়ে ১ বছরে জেল ও ৪১ ধারায় ১ লক্ষ টাকা জরিমানা ৬ মাসের জেল দেওয়া হয়।

এছাড়া অপর আসামি জিয়াউর রহমান জিয়াকে একই আইনের ২৬ ধারায় ৩ লক্ষ টাকা জরিমান, অনাদায়ে ১ বছরের জেল ও ৪৩ ধারায় ১ লক্ষ টাকা জরিমানা অনাদায়ে ৬ মাসে জেল দেওয়া হয়েছে।
এসময় মেহেরপুর সদর উপজেলা স্যানেটারী অফিসার তরিকুল ইসলাম উপস্থিত ছিলেন।

গাংনীতে আন্তর্জাতিক অহিংস দিবস পালিত

“সংঘাত নয় ঐক্যের বাংলাদেশ গড়ি” শ্লোগান নিয়ে গাংনীতে আন্তর্জাতিক অহিংস দিবস-২০২৪ উপলক্ষ্যে মানববন্ধন ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আজ বুধবার সকাল ১০ টার সময় মেহেরপুর-কুষ্টিয়া আঞ্চলিক মহাসড়কের গাংনী উপজেলা পরিষদ গেটের সামনে দি হাঙ্গার প্রজেক্টের গাংনী এরিয়া অফিসের সহায়তায় পিস ফ্যাসিলেটর গ্রুপ (পিএফজি) এই মানববন্ধন ও সমাাবেশের আয়োজনে।

মানববন্ধনে সভাপতিত্ব করেন পিএফজির গাংনী উপজেলার শাখার সদস্য বীর মুক্তিযোদ্ধা মোজাম্মেল হক।

পিএফজির সদস্য ও করমদি ডিগ্রি কলেজের শিক্ষক আবু সাদাত মোহাম্মদ

সায়েম পল্টুর সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে জাতীয় কন্যা শিশু এ্যাডভোকেসী ফোরামের মেহেরপুর জেলা শাখার সভাপতি শিক্ষাবিদ সিরাজুল ইসলাম, গাংনী উপজেলা পরিষদের সাবেক ভাইস চেয়ারম্যান ও বিএনপি নেতা জুলফিকার আলী ভুট্টো, জাতীয় পাটির গাংনী উপজেলা শাখার সভাপতি কিতাব আলী বিএসসি, গাংনী প্রেসক্লাবের সভাপতি তৌহিদ উদ দৌলা রেজা, সাধারণ সম্পাদক মাহাবুব আলম, দি হাঙ্গার প্রজেক্টের গাংনী এরিয়া সমন্বয়কারী হেলাল উদ্দীন।

মানববন্ধনে সুশাসনের জন্য নাগরিক (সুজন), পিএফজি ও ইয়ুথ এন্ডিং হাঙ্গারের সদস্যসহ বিভিন্ন শ্রেণী পেশার মানুষ অংশগ্রহণ করেন।

মানববন্ধনে স্বাগত বক্তব্য রাখেন পিস ফ্যাসিলেটর গ্রুপ (পিএফজি)’র সমন্বয়কারী সাংবাদিক রফিকুল আলম বকুল।

উল্লেখ্য, ২০০৭ সালের ১৫-ই জুন জাতিসংঘের সাধারণ সভায় ২ অক্টোবর কে বিশ্বে, শান্তি, সহিষ্ণুতা, সহানুভূতিশীলতা এবং অহিংসার সংস্কৃতি সুরক্ষিত করতে আন্তর্জাতিক অহিংস দিবস হিসেবে ঘোষনা করা হয়। এরপর থেকে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে দিবসটি উৎযাপিত হয়ে আসছে। “সংঘাত নয় ঐক্যের বাংলাদেশ গড়ি ” শ্লোগানকে সামনে রেখে ২০১৭ সাল থেকে পিস ফ্যাসিলেটর গ্রুপ (পিএফজি)’র মাধ্যমে সারাদেশে আন্তর্জাতিক অহিংস দিবস পালন করে আসছে দি হাঙ্গার প্রজেক্ট। এরই ধারাবাহিকতায় পিএফজি, সুজন ও ইয়ুথ এন্ডিং হাঙ্গারসহ বিভিন্ন সংগঠনের অংশগ্রহণে মানববন্ধন ও শান্তি পদযাত্রাসহ বিভিন্ন আনুষ্ঠানিকতার মধ্য দিয়ে এ বছর দেশব্যাপী উৎযাপিত হচ্ছে।

এক দফা দাবিতে গাংনীতে প্রাথমিক শিক্ষকদের মানববন্ধন ও সমাবেশ

শতভাগ বিভাগীয় পদোন্নিসহ বেতন বৈষম্য নিরসনের লক্ষ্যে সহকারি শিক্ষকদের ১০ম গ্রেড ও প্রধান শিক্ষকদের ৯ম গ্রেড বাস্তবায়নের এক দফা দাবিতে গাংনীতে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ও

সহকারী শিক্ষকদের উদ্যোগে মানববন্ধন ও সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আজ বুধবার (২ অক্টোবর) বিকাল সাড়ে ৪টার পরে গাংনী উপজেলা পরিষদ চত্বরে এই মানববন্ধন ও সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।

উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির সভাপতি আক্তারুজ্জামান বকুলের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত মানববন্ধনে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন মেহেরপুর জেলা প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির সভাপতি হাফিজুর রহমান বকুল।

রোকনুজ্জামান পলাশের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠিত মানববন্ধনে অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন ধানখোলা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মকবুল হোসেন, খড়মপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক সাইদুল ইসলাম, করমদি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ইব্রাহিম খলিল, সাহারবাটি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মকলেছুর রহমান, এবাদৎখানা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক কাওছার আলী, হিজলবাড়িয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মমতাজ শিরিন, বালিয়াঘাট সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারি শিক্ষক রাকিবুল ইসলাম, বালিয়াঘাট সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারি শিক্ষক মাসুদ ইখতিয়ার, দিঘলকান্দি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারি শিক্ষক আব্দুর রহিম, হাড়িয়াদহ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারি শিক্ষক লাবনী খাতুন, কুঞ্জনগর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারি শিক্ষক জহুরুল ইসলাম, কাথুলি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারি শিক্ষক আসিফ আহমেদ প্রমুখ।

শিক্ষকদের দাবি ১৩তম গ্রেড এর বেতন স্কেল তাদের জন্য চরম বৈষম্যের। এই গ্রেডে চলতে পারে না একজন শিক্ষকের সংসার। মাত্র ১৫ দিনের মতো চলার পর তাদের ধার দেনা করে চলতে হয়। যে কারণে ১০ম গ্রেড বাস্তবায়ন এখন সময়ের দাবি। এই দাবি আদায় না হওয়া পর্যন্ত এই আন্দোলন চলমান থাকবে।

পরে গাংনী উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার মাধ্যমে অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ড. মো. ইউনূস এর বরাবর স্মারকলিপি প্রদান করেন তারা।

[redacted]

[redacted]

[redacted]

‘[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

মায়ের নামে আজেবাজে কথা বলেছে। আমরা সকল শিক্ষার্থীরা এক কিলোমিটার পায়ে হেটে ওই দুই শিক্ষিকার বিচার চাইতে এসেছি। ইউএনও স্যারের কাছে। ইউএনও স্যার আমাদের বিচার না করলে আমরা কেউ ঘরে ফিরে যাবনা। আমাদের আসতে দেখে উপজেলা নির্বাহী অফিসার উপর থেকে নেমে আসেন এবং আমাদের সভাকক্ষে বসিয়ে মনযোগ সহকারে আমদের কষ্টের কথা শোনেন।



প্রথম শ্রেনীর শিক্ষার্থী তাসমিম বলে, সাম্মিয়ারা দিপ্তী ম্যাডাম আমাকে কান ধরে টান দেয় এবং ধাক্কা মেরে ফেলে দেয়। এতে আমি পায়ে খুব আঘাত পেয়েছি। দ্বিতীয় শ্রেনীর শিক্ষার্থী মুন্না বলে,ম্যাডাম আমাকে ডাস্টার দিয়ে মাথায় মেরেছে। চতুর্থ শ্রেনীর শিক্ষার্থী আছিয়া খাতুন বলে,ওই দুই ম্যাডাম ক্লাসে এসে আমার বাবা ও মায়ের সম্পর্কে আজেবাজে কথা বলে। পঞ্চম শ্রেনীর শিক্ষার্থী দোয়ামনি বলে, আমরা কোন দোষ করিনি তবুও আমাদের মারধর আর গাল দেয়। পঞ্চম শ্রেনীর শিক্ষার্থী সাবিহা, তৃতীয় শ্রেনীর শিক্ষার্থী সাদিয়া বলে, ওই দুই ম্যাডাম ক্লাসে এসে টেবিলে মাথা দিয়ে ঘুমিয়ে যায়। কেই একটু কথা বল্লেই আমাদের হাতে ও পিঠে ছড়ি দিয়ে মারেন। শুধু মারনই না ওই দুই শিক্ষক মাসে দুই -একদিন স্কুলে আসেন, হাজিরা খাতায় স্বাক্ষর করে চলে যান এমন অভিযোগ তোলেন শিক্ষার্থীরা।

শিক্ষার্থীদের দেখে হতবাক হয়ে পড়েন উপজেলা নিবাহী কমকর্তা। শিক্ষার্থীদের অভিযোগ শুনতে অফিস থেকে নেমে সভাকক্ষে বসেন উপজেলা নির্বাহী অফিসার প্রীতম সাহা। গাংনী উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার নাসিরুদ্দিন, নির্বাচন কর্মকর্তা কামরুল ইসলাম, ক্লাস্টার অফিসার মোঃ আলাউদ্দিন, বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মোছাঃ নুরুন্নাহার এসময় উপস্থিত ছিলেন।

সভাকক্ষে গিয়ে দেখা গেছে, উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা প্রীতম সাহা সকল শিক্ষার্থীদের কথা শুনছেন। শিক্ষার্থীরা শিক্ষক কর্তৃক তাদের

করেই দ্রত নিচে নেমে আসি। তাদের কথা শুনি এবং তাৎক্ষণিকভাবে উক্ত বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ও প্রাথমিক শিক্ষা অফিসারকে ডেকে অভিযুক্ত দুই শিক্ষককে অন্যত্র বদলির ব্যবস্থাসহ তদন্ত করে আইনানুগ ব্যবস্থা নিতে বলা হয়েছে। পরে ওই শিক্ষার্থীদের আমি সাথে নিয়ে স্কুলে পৌছে দিয়ে এসেছি। এবং শিক্ষার্থীদের যেন কোনরকম হয়রানী বা ভয়ভীতি দেখানো না হয় সে ব্যপারেও সতর্ক করা হয়েছে।

গাংনীর যাত্রী ছাউনি অপসারণে আইনী ব্যবস্থা নেয়ার আশ্বাস

গাংনীর স্থানীয়দের দীর্ঘদিনের দাবীর প্রেক্ষিতে এবং দুর্ঘটনা মুক্ত নিরাপদ সড়ক প্রশস্তকরনে গাংনী বাসস্ট্যান্ডের যাত্রী ছাউনি অপসারণ এবং আ: মালেক স্টোরের চুক্তি বাতিলে নিয়মানুযায়ী ব্যবস্থা নেবেন বলে স্থানীয়দের আশ্বস্ত করেছেন জেলা প্রশাসক সিফাত মেহনাজ।

আজ রবিবার (২৯ সেপ্টেম্বর) সকালে গাংনী থেকে জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে যাওয়া একটি প্রতিনিধি দলের সদস্যদের সাথে বৈঠকে এমন আশ্বস্ত করেছেন বলে জানিয়েছে প্রতিনিধি দলের সদস্যরা। জেলা প্রশাসকের সাথে আলোচনা শেষে প্রতিনিধি দলের সদস্যরা সাংবাদিকদের জানান, গাংনীর বিভিন্ন শ্রেণী পেশার মানুষ গতকাল শনিবার সকাল ১১ টার সময় গাংনী বাস স্ট্যান্ডে যাত্রী ছাউনি অপসারণ, জেলা পরিষদের কাছ থেকে চুক্তি নেয়া আ: মালেক স্টোরের চুক্তি বাতিল ও অপসারণ এবং একনেকের মুল নকশা অনুযায়ী রাস্তা প্রশস্ত করনের দাবীতে স্থানীয়রা রাস্তা অবরোধ ও বিক্ষোভ সমাবেশ করেন।

স্থানীয়দের বিক্ষোভে উপজেলা প্রশাসনের মাধ্যমে আন্দোলনকারীদের সাথে কথা বলতে চান জেলা প্রশাসক। জেলা প্রশাসকের আহবানে আন্দোলনকারীরা তাদের বিক্ষোভ সমাবেশ সাময়িক সময়ের জন্য স্থগিত করে।

প্রতিনিধি দলের সদস্যরা জানান, অংশ গ্রহণকারীদের প্রতিনিধি হিসেবে আমরা জেলা প্রশাসক মহদ্বয়ের সাথে আলোচনায় বসি।

এলাকাবাসীর সমন্বয়ে গঠিত ২০-২৫ সদস্যের একটি প্রতিনিধি দল জেলা প্রশাসক সিফাত মেহনাজ এঁর কার্যালয়ে উপস্থিত হলে একটি প্রাণবন্ত আলোচনা হয়েছে বলেও উল্লেখ করেছেন প্রতিনিধি দলের সদস্যরা। এসময় জেলা প্রশাসক সিফাত মেহনাজ বলেন, দ্রুততম সময়ের মধ্যে দাপ্তরিক জটিলতার অবসান ঘটানো হবে। গাংনী বাস স্ট্যান্ড যাত্রী ছাউনী, আঃ মালেক স্টোর ও মিষ্টান্ন ভান্ডারের দোকান অপসারণ হবে। অপসারণ না হওয়া পর্যন্ত আপাতত বাসস্ট্যান্ড এলাকায় সড়ক উন্নয়নের কাজ বন্ধ থাকবে। আইনি প্রক্রিয়ার মধ্যে থেকে নথিপত্র প্রস্তুতের জন্য সময়ের প্রয়োজন।

এলাকায় যাতে শান্তি শৃংখলা বজায় থাকে সে বিষয়ে স্থানীয়দের সহযোগীতা চান জেলা প্রশাসক।

আলোচনায় জেলা প্রশাসনের বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তা, গাংনী পৌর বিএনপি’র সাধারণ সম্পাদক মকবুল হোসেন মেঘলা, গাংনী মসজিদ কমিটির কোষাধ্যক্ষ আসাদুল আলম খোকন, সদস্য রেজাউল হক, বাজার কমিটির সাবেক সভাপতি হাফিজুর রহমান মানিক, এস এম প্লাজার একাংশের স্বত্বাধিকারী রবিউল ইসলাম, ওয়ালটন শোরুমের স্বত্বাধিকারী সাজু আহমেদ,গাংনী বাজার কমিটির সাবেক সভাপতি মাহবুবুল হক স্বপনসহ ব্যবসায়ী, রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব, বিভিন্ন শ্রেণী পেশার মানুষ উপস্থিত ছিলেন।

উল্লেখ্য, গেল গতকাল শনিবার (২৮ সেপ্টেম্বর) সকালে গাংনী বাস স্ট্যান্ডে যাত্রী ছাউনি অপসারণ, একনেকের অনুমোদনকৃত মুল নকশায় সড়ক প্রশস্তকরণ, জেলা পরিষদের চুক্তিতে নেয়া আ: মালেক স্টোরের চুক্তি বাতিলসহ কয়েকটি দাবী নিয়ে বিক্ষোভ সমাবেশ ও অবরোধ কর্মসূচি পালন করেন স্থানীয়রা।

বিক্ষোভকারীরা রাস্তায় অবস্থান নিয়ে সড়কের উপর কাঠের গুড়ি ফেলে সড়ক অবরোধ করে। এসময় প্রায় দুই ঘন্টা যান চলাচল বন্ধ হয়ে পড়ে । পরিস্থিতি সামাল দিতে উপজেলা নির্বাহী অফিসার প্রীতম সাহা আন্দোলনকারী প্রতিনিধিদের সাথে আলোচনা করেন। এবং সুষ্ঠু সমাধানে বিষয়টি জেলা প্রশাসকের সাথে আলোচনায় বসার আহবান জানান ইউএনও প্রীতম সাহা।

গাংনীর ভাটপাড়া ইকোপার্ক পরিদর্শনে ডিসি সিফাত মেহনাজ

মেহেরপুর জেলার গাংনী উপজেলার ভাটপাড়া নীলকুঠি জেলা প্রশাসক ইকোপার্ক পরিদর্শন করেছেন নবাগত জেলা প্রশাসক সিফাত মেহনাজ। পার্ক পরিদর্শনে এসে ঐতিহাসিক নীলকুঠির পুরো এলাকা ঘুুরে দেখেন তিনি। ডিসি ইকোপার্কের ব্যবস্থাপনা, উন্নয়ন, পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা, অবকাঠামো উন্নয়নসহ বিভিন্ন সম্ভাবনা নিয়ে কথা বলেন ডিসি সিফাত মেহনাজ।

এসময় গাংনী উপজেলা নির্বাহী অফিসার প্রীতম সাহা, উপজেলা এলজিএডি প্রকৌশলী ফয়সাল আহমেদ, উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তাসহ স্থানীয়রা উপস্থিত ছিলেন। এসময় ইকোপার্কের ব্যবসায়ীদের নিরাপত্তা, আগত দর্শনার্থীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করণ পার্কের অবকাঠামো উন্নয়নসহ দৃষ্টি নন্দন করার উদ্যোগ নেয়ার কথা জানান তিনি।

উপজেলা নির্বাহী অফিসার প্রীতম সাহা ইকোপার্কের সম্ভাবনা,পরিকল্পনার কথা তুলে ধরেন।

জেলা প্রশাসক সিফাত মেহনাজ বলেন, আমি মেহেরপুরের মানুষ। অনেক সম্ভাবনাময় ও ঐতিহাসিক স্থান ভাটপাড়া নীলকুঠি। এখানে ৩৩ একর জায়গা রয়েছে। জেলার একটি উল্লেখিত দৃষ্টি নন্দন করে তোলা হলে সুস্থ বিনোদনের জন্য ভাটপাড়া নীলকুঠি হতে পারে একটি আকর্শনীয় পর্যটন কেন্দ্র। তিনি অল্প সময়ের মধ্যে পার্কের উন্নয়ন কাজ শুরু করার কথা জানান। সেই সাথে কাজলা নদী পুনঃখনন করার উদ্যোগ নেয়ার কথা জানান।